Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-03-23
Published: 2024-10-17

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.266

Management of Orphan's Wealth : An Islamic Perspective

Md. Mozibur Rahman*

Abstract

A minor child without a father is usually called an orphan. Islam has given due importance to the issue of fostering orphans. It follows from this that it is forbidden to approach the wealth of orphans except in sound manner. Islamic Shariah has articulated basic principles and umabiguous guidelines regarding the upbringing of orphans and the management of their assets. It is absolutely necessary for an orphan fosterer to follow these principles. This article has employed descriptive and analytical manner and presented the Shariah guidelines for the management of orphans' wealth from the Qur'ān, Ḥadīth and Fiqh (Islamic Law) literature. It has become evident from the article that it is necessary for the guardian to focus on the overall welfare of the orphans under him in every case and if he accomplishes the activities regarding assets management in the light of Shariah guidelines properly, it will be possible to ensure the socio-economic status and security of the orphans.

Keywords: orphan, guardian, wealth, welfare, fosterage.

এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম

সারসংক্ষেপ

সাধারণত পিতৃহীন নাবালক সন্তানকে এতিম হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলাম এতিম প্রতিপালনের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, উত্তম পন্থা ব্যতীত এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। শরীয়ত এতিম প্রতিপালন ও তার সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূলনীতি ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। এতিম প্রতিপালনকারী তত্ত্বাবধায়কের জন্য এই সকল মূলনীতি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধে আল কুরআন, হাদীস ও ফিকহী গ্রন্থাবলী হতে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার শরয়ী দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মাধ্যমে

* Md. Mozibur Rahman is an Assistant Professor, Pumbail Fazlul Ulum Fazil Madrasah, Gouripur, Mymensingh. Email: mrbinhafiz@gmail.com

প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিভাবকের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অধীনস্থ এতিমের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এবং শরয়ী দিকনির্দেশনার আলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা করলে এতিমের আর্থ–সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

মূলশব্দ : এতিম, অভিভাবক, সম্পদ, কল্যাণ, প্রতিপালন।

ভূমিকা

এতিম হচ্ছে ভাগ্য বিড়ম্বিত সে সন্তান, পিতার মৃত্যুর কারণে যে তার আদর–সোহাগ, স্নেহ–মমতা ইত্যাদি হতে বঞ্চিত হয়েছে। পিতার নিরাপদ আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানের স্থলে সে অন্যের আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানের প্রতি মুখাপেক্ষী। আপন পিতামাতার দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হলেও সে মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত নয়। এতিম প্রতিপালনকারী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একসঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে- এমন ঘোষণা দ্বারা এতিম প্রতিপালন ও তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সে সঙ্গে তার অধিকারে সীমালঙ্ঘন করতে সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে। তাকে শিষ্টাচার শেখানোর পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তার সঙ্গে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখার কথাও বলা হয়েছে, যাতে সে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব অনুভব না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾

আর যদি তোমরা একত্রে থাকতে চাও তাহলে তারা তো তোমাদেরই ভাই (al-Qur'ān, 2 : 220) ।

আল কুরআনের বহু আয়াতে এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর অনেক হাদীসে এতিমের প্রতি যত্নবান হতে এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শরীয়ত ভালো উদ্দেশ্য ও উত্তম পন্থা ব্যতীত এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে তার সম্পদ গ্রাস করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে অভিভাবক যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তাতে যেন অবশ্যই এতিমের উপকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান শর্ত। অত্র প্রবন্ধে ইসলামী আইনশাস্ত্রে এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনা এবং ফকীহদের মতামত যুক্তি–প্রমাণ সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ সম্বলিত ইসলামী ঐতিহ্যের বিপুল ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। সেই সাথে শরয়ী নির্দেশনার আলোকে এতিম প্রতিপালন ও তার সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করে ইহ-পারলৌকিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করতে সচেষ্ট হবে।

এতিমের পরিচয়

আরবী 'এতিম' (يتيم) শব্দটির ব্যুৎপত্তি يتم শব্দমূল থেকে। শব্দটি একবচন। এর বহুবচনে أيْتام ও يتامى ব্যবহৃত হয়। বুৎপত্তিগত অর্থ: নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব। আবার শব্দটি الغَفْلَة তথা অবহেলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থে এতিমকে এতিম বলার কারণ হচ্ছে, সে সদ্ব্যবহার থেকে উপেক্ষিত (Ibn Manẓūr ND, 12:645)। আবার বিরল, দুষ্প্রাপ্য ও নজীরবিহীন কোনো বস্তু বোঝাতেও এতিম শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়: درة يتيمة তথা বিরল বা বিস্ময়কর মুক্তা।

তবে পিতৃহীন নাবালক বালক–বালিকা বোঝাতে শব্দটির প্রকৃত প্রয়োগ হয়। আল কুরআনে শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

আর অনাথকে ধমক দিও না (al-Qur'ān, 93:9)।

রূপকার্থে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এতিম শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

সাবালক কুমারী নারীকে নিজের ব্যাপারে তার অনুমতি চাওয়া হবে (Abū Dāwūd 2015, 2093)।

মানুষের ক্ষেত্রে মা বেঁচে থাকলেও পিতৃহীন নাবালক সন্তানরাই এতিম। ইমাম লাইস রহ. বলেন,

اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيمٌ حتى يبلغ، فاذا بلغ زال عنه اسم اليتيم

অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় যার পিতৃবিয়োগ ঘটেছে, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত সে এতিম। যখন সে সাবালক হয়ে যায়, তার এতিমত্ব অপসারিত হয়ে যায় (al-Harawī 2001, 14:214)।

পিতার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আল্লামা জুরজানি রহ. বলেন,

لأن نفقته عليه لا على الأم وفي البهائم: اليتيم: هو المنفرد عن الأم؛ لأن اللبن والأطعمة منها

কেননা তার ভরণপোষণের বিষয়টি পিতার উপর ন্যস্ত থাকে, মাতার উপরে নয়। আর চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে এতিম হলো যার মা নেই। কেননা দুধ এবং খাদ্য তার মাধ্যমেই আসে (al-Jurjānī 1983, 258)

যুহায়লী রহ. বলেন,

اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغ الحلم، سواء أكان غنياً أم فقيراً ذكراً أم أنثى

এতিম হচ্ছে সে, অপ্রাপ্ত বয়সেই যার পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। সে সম্পদশালী কিংবা অভাবী, নারী কিংবা পুরুষ যাই হোক না কেন। (al-Zuḥaylī ND, 10:226)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহে শব্দগত কিছু পার্থক্য ব্যতীত অর্থগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। এছাড়াও দেখা যায়, ইসলামী শরীয়ত মাতৃহীনতা নয়, পিতৃহীনতাকেই এতিম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। যদিও সন্তানের লালন-পালন, ভাল-মন্দ, শিক্ষা-দীক্ষা, আরাম-আয়েশ, নীতি-নৈতিকতা, ভুত-ভবিষ্যত প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন

করে তুলতে পিতামাতা দুজনকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তারপরও মাতৃবিয়োগ হলে নয়, পিতৃবিয়োগ হলেই সন্তানকে এতিম বলা হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইসলামী শরীয়ত এতিম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণকে মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কেননা সাধারণত পিতাই সংসারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তিনি পরিবারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নির্বাহ করে থাকেন। সন্তান লালন–পালন, শিক্ষা, দীক্ষাসহ পরিবারের যাবতীয় ব্যয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার আয়–উপার্জন দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই পিতার অবর্তমানের তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সম্ভবত এজন্যই পিতৃহীনতাকেই এতিম হওয়ার মৌলিক কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এতিম প্রতিপালনে ইসলামের নির্দেশ

এতিম প্রতিপালনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস–দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না (al-Qur'ān, 4: 36)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ... ﴾

আর লোকে তোমাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলো, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সঙ্গে একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে মঙ্গলকামী এবং কে অমঙ্গলকামী... (al-Qur'ān, 2: 220)।

সাহল বিন সাদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আমি এবং এতিম প্রতিপালনকারী অভিভাবক জান্নাতে এভাবে অবস্থান করবো এই বলে তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন (al-Bukhārī 2015, 6005)।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, এতিমের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তার লালন-পালনের বিষয়টি ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

এতিমের সম্পদ

অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ হচ্ছে সে সমস্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দ্রব্য–যা পেতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি দৃশ্যমান সম্পদ। ডাক্তারের

সেবা, শিক্ষকের পাঠদান, শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞান প্রভৃতি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। মোটকথা সম্পদ হচ্ছে যেসব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান যা মানুষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। মুসলিম স্কলারদের মতে সম্পদ হচ্ছে,

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

প্রত্যেক ঐ বস্তু যার মুল্য আছে এবং তা ধ্বংসকারীর উপর জরিমানা আরোপ করা হবে (al- Zahayli ND, 4:399)।

এতিম বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ প্রাপ্ত হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উৎস হলো:

১. মীরাস

মীরাস বা পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদই হচ্ছে এতিমের সম্পদের প্রধান উৎস। পিতার পরিত্যক্ত সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের মালিক হয় তার সন্তান–সন্ততিগণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে, এবং পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যাক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক কিংবা বেশিই হোক। এ অংশ নির্ধারিত (al-Qur'ān, 4:7)

মীরাসের এই নির্ধারিত অংশ বড়দের ন্যায় ছোটরাও পাবে। হোক না সে এতিম কিংবা সদ্য ভূমিষ্ঠ কিংবা অভূমিষ্ঠ গর্ভস্থ ভ্রুণ। কারণ তার জন্য মীরাসের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। তার অধিকার খর্ব কিংবা হরণ করার কোন অবকাশ নেই।

২. সদকা

এটিও এতিমের সম্পদের আরেকটি উৎস। ইসলাম মানুষকে সদকা প্রদানে উৎসাহিত করেছে। আর এতিমকে দান–সদকা করা একটি উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর দিক বলে মনে করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে (al-Qur'ān, 76:8)।

৩. গনীমত

গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রথমেই এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য পৃথক করতে হবে। বাকী চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

জেনে রেখো, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, মিসকীনদের, মুসাফিরদের জন্য (al-Qur'an, 8: 41) ।

৪. অসিয়ত

অসিয়ত হচ্ছে দানের মাধ্যমে কাউকে কোনো সম্পদের মালিক বানানো। অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদে অসিয়তকৃত ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে সে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব (al-Qur'ān, 2:180)।

অসিয়ত করা মুস্তাহাব। মুসলিম, অমুসলিম, ধনী, গরিব, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় নির্বিশেষে সকলের জন্য অসিয়ত করা যায়। এভাবে অসিয়তকৃত সম্পদ হতে পারে এতিমের সম্পদের উৎস।

এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

সম্পদের সঠিক, সুন্দর ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাই হলো সম্পদ ব্যবস্থাপনা। যিনি এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাকে বলা হয় ব্যবস্থাপক। আলোচ্য প্রবন্ধে এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে অভিভাবক কর্তৃক এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মহান আল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

এতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না। (al-Qur'ān, 6:152)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾

আর এতিমদের জন্য ন্যায়ের উপর কায়েম থাকো। (al-Qur'ān, 4:127)

আল্লাহ তাআলা আরো উল্লেখ করেন,

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দকে বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিশিয়ে খেয়ে ফেলবে না, নিশ্চয়ই এটা গুরুতর পাপ (al-Qur'ān, 4:2)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের তদারকি করবেন, তিনি কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তা করবেন। এতিমের অভিভাবক বা সম্পদ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হলো, এতিমের সম্পদ ধ্বংস, কিংবা কারো দ্বারা আত্মসাৎ হওয়া

থেকে রক্ষা করা এবং যথাসময়ে প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া। এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতি।

অভিভাবক কর্তৃক এতিমের সম্পদ হস্তগত করার বিধান

এতিমের সম্পদে অভিভাবকের তদারকি উপকারী ও কল্যাণকর হওয়া শর্ত। অন্যথায় এতিমের সম্পদ হস্তগত করা জায়েয নয়। অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ হস্তগত করা এবং সম্পদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে যথাক্রমে তা উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রথম মত

তত্ত্বাবধায়কের জন্য এতিমের সম্পদ হস্তগত করা জায়েজ বা মুস্তাহাব। তাঁদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾

লোকে আপনাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম (al-Qur'ān, 2:220)।

ইমাম জাসসাস রহ. উক্ত আয়াত উল্লেখ করে বলেন,

وقد روي عن النبي صلعم ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ويروى ذلك موقوفا على عمر و عن عمر و عائشة و ابن عمر و شريح و جماعة من التابعين دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به وقد حوت هذه الآية ضروبا من الأحكام أحدها قوله قل إصلاح لهم خير فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان ذلك صلاحا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা এতিমের সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে, যাতে যাকাত তা খেয়ে না ফেলতে পারে। তাছাড়া আয়িশা, ইবনে উমর, এবং শুরাইহ, ও তাবেঈদের বিপুল সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা এতিমের ধন-সম্পদ দ্বারা মুনাফার ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। তা দিয়ে তারা ব্যবসায় করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী: قل إصلاح لهم خير— উক্ত আয়াতে এ দলিল রয়েছে যে, কল্যাণকর প্রমাণিত হলে, অভিভাবকের পক্ষে এতিমের সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করা এবং তা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ (al-Jaṣṣāṣ 1405H, 2:13)।

ইমাম মালেক রহ. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْذُونا،

অভিভাবক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করতে কোনো অসুবিধা নেই (Ibn Ans ND, 591)।

তাই অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করা জায়েজ। এতিমের সম্পদ বৃদ্ধি এবং এতিমের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং তার জন্য মঙ্গল হয় এমন সকল

কার্যক্রম গ্রহণ করা বৈধ। তবে অবশ্যই এতিমের সম্পদ দ্বারা নিজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা করবে না।

খ. দ্বিতীয় মত

বিশ্বস্ত অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করা ওয়াজিব। এটা মালেকী মতাবলম্বী স্কলার আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি রহ. এর অভিমত। আল-বাজি রহ. ইমাম মালেকের কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, অভিভাবকের বিশ্বস্ততা সাপেক্ষে এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বিশ্বস্ত অভিভাবক ব্যবসা করছেন, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে কিংবা সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় অভিভাবককে কোনো জরিমানা প্রদান করতে হবে না। তিনি বলেন,

لانه لم يتعدى وانما عمل ما وجب عليه ان يعمله

কারণ সে সীমালঙ্ঘন করেনি। বরং তার উপর যা পালন করা আবশ্যক ছিলো সে তাই পালন করেছে মাত্র (al-Bājī 1332H, 2:111)।

গ. তৃতীয় মত

এতিমের ভরণ-পোষণ এবং যাকাত পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি করা ওয়াজিব, এর অধিক নয়। এটাই শাফেয়ী মতাবলম্বীদের বিশুদ্ধ কথা। যেমন আল্লামা সুবকী রহ. বলেন,

ان ولى اليتيم لا تجب عليه المبالغة فى الاستمناء و انما الواجب ان يستمني قدر ما لا تأكله النفقة

অভিভাবকের জন্য অধিক মাত্রায় এতিমের সম্পদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক নয়। এতটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক যাতে যাকাত ও সম্পদের ব্যয়ভার তা খেয়ে না ফেলে (al-Subkī 1986, 55)।

এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ব্যবসা যেমন নানাবিদ কার্যাবলির সমন্বিত নাম, তেমনি ব্যবস্থাপনাও বিভিন্ন ধরনের গ্রহীত পদক্ষেপের সমন্বিত নাম। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, জবরদখল, এবং বিনষ্ট কিংবা কারো দ্বারা আত্মসাৎ হওয়া থেকে রক্ষা করা প্রভৃতিও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে জাগতিক কল্যাণ সম্পৃক্ত বিষয়াদি যেমন: সম্পদের ক্রয়- বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, ভাড়া প্রদান, বন্ধক রাখা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

▪ এতিমের সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ (al-Qur'ān, 4:29) ।

সুতরাং বোঝা গেল, পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যৌথ ব্যবসা জায়েয, যদিও তাতে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এতিম প্রতিপালন ও তার

সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যই মূলত অভিভাবক নির্বাচন করা হয়। তত্ত্বাবধায়কের জন্য এতিমের সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয কিনা, তা নিয়ে আলেমদের মাঝে দু ধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

ক. প্রথম অভিমত

তত্ত্বাবধায়ক এতিমের সম্পদ ক্রয়–বিক্রয় করতে পারবে। এটা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে, প্রচলিত বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ক্রয় এবং কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে- এমন অভিযোগ উত্থাপনের আশঙ্কা মুক্ত হতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। তবে তারা আরো বলেছেন যে, প্রচলিত বাজার মূল্যে কিংবা তারচে কম মূল্যে অসি নিজের জন্য এতিমের সম্পদ ক্রয় করতে পারবে না। এটা তার জন্য জায়েয নয় (al-Kāsānī 1986, 5:153)।

দলিল : আল্লাহর বাণী,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না (al-Qur'ān, 6:152)

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্তে এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হওয়া জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে তা উত্তম পন্থায় হতে হবে। এই নির্দেশনা ব্যাপকার্থবোধক যাতে অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়াও ইবনে উমর রা. এর আমলকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন বর্ণিত আছে,

كان يستقرض من مال اليتيم ويستودعه ويعطيه مضاربة

(ইবনে উমর রা.) তিনি এতিমের সম্পদ হতে কর্জ প্রদান করতেন, তা গচ্ছিত রাখতেন এবং মুদারাবার ভিত্তিতে কারবারে বিনিয়োগ করতেন (al-Ṣan'ānī 1972, 16480)।

কর্জ প্রদান করা এক ধরনের কল্যাণকর কাজ। কর্জ প্রদান বৈধ হলে ক্রয়-বিক্রয় যা সাধারণত লাভের জন্য করা হয় তা তো আরো ভালোভাবেই বৈধ হওয়া উচিত।

তারা দলিল হিসেবে আরো উল্লেখ করে বলেন, নিশ্চিত বেশি নয় এমন মূল্যে অপরিচিত ব্যক্তির নিকট এতিমের ধন-সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয হলে অভিভাবক নিজের জন্য নিশ্চিত বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। ইবনে হাযম যুক্তিমূলক দলিল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

لأنه مأمور بالقيام بالقسط , والتعاون على البر , فإذا فعل ما أمر به فهو محسن ... ولم يأت قط نص قرآن , ولا سنة بالمنع من ابتياع ممن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه

অভিভাবক এতিমের প্রতি ন্যায় আচরণ এবং সৎকাজে সাহায্য করতে আদিষ্ট। তাই তাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে সে তা করলে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। ... তাছাড়া এতিমের সম্পদ অভিভাবক ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না, এই মর্মে কুরআন–হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই (Ibn Ḥazm 2003, 1186)।

খ. দ্বিতীয় অভিমত

অভিভাবক নিজের জন্য এতিমের সম্পদ ক্রয় কিংবা নিজের সম্পদ এতিমের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। এর পক্ষে দলিল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর রায়। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল,

إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَىَّ وَتَرَكَ يَتِيمًا أَفَأَشْتَرِى هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لاَ تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ. وَفِى الْكِتَابِ لاَ تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَلاَ تَسْتَقْرِضْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ.

এক ব্যক্তি আমাকে অসিয়ত করে একজন এতিম এবং এই ঘোড়াটি রেখে গেছে। আমি কি তার এই ঘোড়াটি কিংবা তার অন্য কোনো ঘোড়া ক্রয় করতে পারি ? তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বললেন, তুমি তার সম্পদের কোন কিছুই ক্রয় করতে পারবে না। কিতাবে আরো উল্লেখ আছে– তুমি না তার সম্পদের কোন কিছু ক্রয় করতে পারবে, আর না তার সম্পদ থেকে কোন কিছু কর্জ করতে পারবে (al-Bayhaqī 2003, 12678)।

এ ক্ষেত্রে দলিল ও যুক্তির দিক থেকে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

▪ এতিমের সম্পদ দ্বারা মুদারাবা কারবার ও লভ্যাংশ বণ্টন

প্রায় সকল ফকীহগণের মতে অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ দ্বারা মুদারাবা[১] কারবার বৈধ। এতিমের সম্পদের মাধ্যমে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারবে। ইমাম ইবনে কুদামা রহ. এ ব্যাপারে আলেমদের মতৈক্যের কথা উল্লেখ করে বলেন,

وجملته أن لولي اليتيم أن يضارب بماله ...وهو أولى من تركه وممن رأى ذلك ابن عمر و النخعي و الحسن بن صالح و مالك و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي ...ولا نعلم أحدا كرهه إلا ما روي عن الحسن , و لعله أراد اجتناب المخاطرة به و لأن خزنه أحفظ له والذي عليه الجمهور أولى...

মূল বিষয় হচ্ছে, এতিমের অভিভাবক তার সম্পদ দ্বারা মুদারাবা ব্যবসা করতে পারবে।... এটা সম্পদ ফেলে রাখার চেয়ে উত্তম। যারা এ মত পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, নাখয়ী, হাসান ইবনে সালিহ, মালিক, শাফেফী, আবু ছাওর ও আসহাবে রায়গণ।... হাসান বসরী ব্যতীত অন্য কাউকে মাকরুহ বলতে শুনিনি। কারণ তার মতে সম্পদ সঞ্চিত করে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ। তবে

১. মুদারাবা'র সংজ্ঞায় ইমাম নাসাফী রহ. বলেন,

هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب

লভ্যাংশে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একজনের সম্পদ এবং অপর জনের শ্রম দ্বারা পরিচালিত কারবার হচ্ছে মুদারাবা। (al-Nasafī 2011, 522)

মূলত একজন মূলধন সরবরাহ করেন যাকে 'সাহিবুল মাল' বলা হয়। অপরজন শ্রম, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিমত্তা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন, যাকে 'মুদারিব' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, লভ্যাংশ বা ক্ষতি উভয়ের মাঝে চুক্তি অনুসারে বণ্টন করা হবে।

অধিকাংশ আলেমগণ যে মতের ওপরে আছেন, সেটাই অধিক উত্তম ... (Ibn Qudāmah 1997, 6:338-9)।

এ ব্যাপারে দলিল হচ্ছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন লোকজনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে বলেন,

ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

সাবধান! যে ব্যক্তি কোন এতিমের অভিভাবক হবে, আর সে এতিমের যাকাত দেবার মতো ধন-সম্পদ থাকবে, সে যেন এই ধন-সম্পদকে ব্যবসায়ে খাটায়। এমনভাবে ছেড়ে না রাখে যাতে যাকাত দিতে দিতে একসময় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। (al-Tirmidhī 2015, 641)

উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করার বৈধতার প্রমাণ। তবে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। অবশ্য এর স্বপক্ষে অন্যান্য সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইউসুফ বিন মাহিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة

তোমরা এতিমের সম্পদে বৃদ্ধি অনুসন্ধান করো, যাতে যাকাত তা খেয়ে নিঃশেষ করে দিতে না পারে (al-Bayhaqī 2003, 7338)।

এখন অভিভাবক নিজে উদ্যোক্তা হয়ে এতিমের সম্পদ মুদারাবা কারাবারে বিনিয়োগ করলে চুক্তি অনুসারে লভ্যাংশ পাবে, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে মতানৈক্যের বিষয় হচ্ছে যে, এতিমের সম্পদ অন্য করো নিকট মুদারাবা কারবারের জন্য বিনিয়োগ করলে সে কারবারের লভ্যাংশ থেকে এতিমের অভিভাবক কিছু গ্রহণ করতে পারবে কিনা। এই ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

এক. তত্ত্বাবধায়ক নিজে কারবার না করে অন্যকে দিলেও সে এতিমের সম্পদের লভ্যাংশ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারবে।

দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفْ ﴾

যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত হয়, এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (al-Qur'ān, 4:7)।

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অভিভাবক অভাবী হলে এতিমের সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারবে। মূল সম্পদ থেকে যখন কিছু গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে, সেহেতু লভ্যাংশ থেকেও কিছু গ্রহণ করার অবকাশ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্যকে সম্পদ প্রদান করা যেহেতু তার জন্য জায়েয, সেহেতু নিজের জন্যও কিছু গ্রহণ করা জায়েয। এছাড়া সম্পদের ব্যবস্থাপক হিসেবেও নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করা অযৌক্তিক নয়।

দুই. অভিভাবক লভ্যাংশের কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।

যেহেতু মুদারাবা কারবারে লভ্যাংশ চুক্তি অনুসারে বণ্টন করা হয়। আর চুক্তিপত্রের দুই পক্ষ হচ্ছে, উদ্যোক্তা ও মূলধন যোগানদাতা। অভিভাবক এ দু'পক্ষের কোনো পক্ষের আওতাধীন নয় বলে লভ্যাংশ পাওয়ার তার কোন অধিকার নেই। এটাই শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামদের বিশুদ্ধ অভিমত। ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

لأن الربح نماء مال اليتم فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه

কারণ লভ্যাংশ হচ্ছে এতিমের সম্পদের বর্ধিতাংশ, যাতে চুক্তি ব্যতীত সে ছাড়া অন্য কেউ হকদার নয়। আর অভিভাবকের পক্ষে নিজের জন্য মুদারাবার চুক্তি করা বৈধ নয় (Ibn Qudāmah 1997, 6:339)

এ ক্ষেত্রে প্রথম মতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার দাবী রাখে। কারণ অভিভাবক হচ্ছে এতিমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, এতিমের কল্যাণার্থে কার্যসম্পাদনকারী। এই সম্পদ দ্বারা নিজে কারবার না করলেও সে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক। তার এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পদের মালিকের তদারকির ন্যায়। তাই অভাবী হলে সে লভ্যাংশ থেকেও কিছু নিতে পারবে।

▪ এতিমের সম্পদ থেকে ধার-কর্জ প্রদান

সাধারণ অবস্থায় অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ থেকে ধার-কর্জ প্রদান জায়েয নয়। যেমন ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

فأما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن فيه حظ له لم يجز قرضه

এতিমের কোনো উপকার না থাকলে তার সম্পদ থেকে ধার-কর্জ প্রদান করা জায়েজ নেই (Ibn Qudāmah 1997, 6:344)।

কেননা কর্জ প্রদান হলো কোনো উপকার ব্যতীত সম্পদের মালিক বানানো, যা বাহ্যত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর এবং উত্তম পন্থা ব্যতীত এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। সেজন্য অভিভাবক এতিমের সম্পদ ধার দিতে পারবে না।

এক্ষেত্রে হানাফী আলেমগণ সাধারণ অভিভাবক ও বিচারকের মাঝে পার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লামা কাসানী রহ উল্লেখ করেন,

ليس له أن يقرض ماله... بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم

অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ থেকে ধার-কর্জ প্রদান জায়েয নয়।... তবে বিচারক এর ব্যতিক্রম। সে এতিমের সম্পদ কর্জ দিতে পারবে (al-Kāsānī 1986, 5:153)।

কেননা বিচারক ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি যথা সময়ে সম্পদ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। কর্জ গ্রহীতা ধার নেয়ার কথা অস্বীকার করলে তার প্রতিবিধান করতেও তিনি সক্ষম। এই কারণেই তার জন্য এতিমের সম্পদ কর্জ প্রদান জায়েয; সাধারণ অভিভাবকের জন্য নয়।

তবে সম্পদের ক্ষতি কিংবা সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে সম্পদ পঁচে বিনষ্ট হওয়া কিংবা মূল্য কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এতিমের সম্পদ থেকে কর্জ প্রদান করা বৈধ হবে (Ibn Qudāmah 1997, 6:344)।

▪ এতিমের সম্পদ ভাড়া প্রদান

অভিভাবক প্রচলিত মূল্যে কিংবা তারচে বেশি মূল্যে এতিমের সম্পদ ভাড়া দিতে পারবেন। এটা তার জন্য জায়েয (al-Kāsānī 1986, 5:153-4)। আর যদি প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কমমূলে ভাড়া প্রদান করেন এবং তাতে বেশি প্রতারণা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত। ইতঃপূর্বে দলিল-প্রমাণসহ অতিবাহিত হয়েছে যে, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ হারাম এবং তার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা ওয়াজিব।

অভিভাবক যদি এতিমের সম্পদ ভাড়া দেন, আর যদি তিনি জানেন যে, চুক্তির মেয়াদেই এতিম সাবালক হবে (যেমন দুই বছরের জন্য ভাড়া দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, এতিম ১৪ বছর বয়সী), তাহলে এতিম বালেগ হওয়ার সময় সে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি তিনি তার বালেগ হওয়ার সময় সম্পর্কে অবগত না থাকেন এবং ভাড়া প্রদানের চুক্তির মেয়াদ কালেই সে বালেগ হয়, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। এই অভিমতের প্রতি শাফেয়ী, মালেকী, এবং হাম্বলী মাযহাবের সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন (al-Kasānī 1986, 5:153-4; Ibn Qudāmah 1997, 14 : 347)।

এই ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিভাবক এতিমের সম্পদে হস্তক্ষেপ ও তদারকি করতে পারেন, বালেগ হলে নয়। আর অভিভাবক তার অভিভাবকত্বের বহির্ভূত সময়ে সম্পদে হস্তক্ষেপ করার কারণে তার কৃত চুক্তির বৈধতা থাকে না।

তবে হানাফীগণ মনে করেন, উভয় অবস্থাতেই চুক্তি বাতিল করার কোনো ইখতিয়ার এতিমের থাকবে না (al-Kasānī 1986, 5:154) । দলিল হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন, আল্লাহর বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে (al-Qur'ān, 5:1)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতিমের অভিভাবক তার সম্পদের উপর যে চুক্তি করে তাও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সে এই ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

তবে সার্বিক বিচারে 'এতিম বালেগ হলে অভিভাবক তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না'- এই দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

▪ এতিমের ঋণ আদায় করা

এতিম যদি অন্য কারো নিকট কিছু পাওনাদার হয়, তাহলে অভিভাবক এর কিছু ছেড়ে দিয়ে তা মীমাংসা করতে পারবে কিনা- এ ব্যাপারে দুই ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. যদি এতিমের প্রাপ্যের পরিমাণ জানা থাকে এবং তার স্বপক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ থাকে, তাহলে অভিভাবক তা হতে কিছু ছেড়ে দিয়ে মীমাংসা করতে পারবে না।

যেমন ঋণ দিয়েছে একশত টাকা, আর অভিভাবক তা থেকে দশ টাকা ছেড়ে দিয়ে নব্বই টাকায় রফা করলো, এটা তার জন্য বৈধ নয়। কারণ এতে এতিমের কিছু হক নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এতিমের পাওনা যদি টাকা পয়সা জাতীয় কিছু না হয়, যেমন কোনো বস্তু হয়, যা এক হাজার টাকার বিনিময়ে রফা করা হলো, যদি তা প্রচলিত বাজার মূল্যের অনুরূপ হয় কিংবা বেশি হয়, তাহলে তা বৈধ। আর যদি প্রচলিত বাজার মূল্যের চেয়ে কম হয়, আর তাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (al-Kasānī 1986, 6:41)।

অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হলে মীমাংসা করা বৈধ। কারণ সামান্য ক্ষতি ক্ষমাযোগ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা এবং মুহাম্মদ বিন হাসান রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, এটা বৈধ নয়। যেমন উকিল কোনো মূল্য হ্রাস করতে পারে না।

২. ঋণের পরিমাণ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না থাকে, তাহলে অভিভাবকের জন্য ঋণের চেয়ে কম কিছুতে মীমাংসা করা বৈধ। সে ঋণ টাকা পয়সা কিংবা অন্য যে কোনো বস্তু হোক না কেনো। কারণ একেবারে সব হারানোর চেয়ে কিছু ছেড়ে দিয়ে বাকিটা উদ্ধার করা ভাল। আর এটা এতিমের জন্য কল্যাণকর (Ibid)।

▪ এতিমের নিকট তার সম্পদ হস্তান্তর করা

নির্ধারিত সময়ে তত্ত্বাবধায়ককে এতিমের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। এটাই আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহর বাণী:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

এতিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। ... আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট (al-Qur'ān, 4:6)।

উপরিউক্ত আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতিমের নিকট তার সম্পদ হস্তান্তর করার জন্য আল্লাহ তাআলা চারটি বিষয়কে বিবেচনায় নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তা উল্লেখ করা হলো:

এক. এতিমকে পরীক্ষা করা

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এতিমকে পরীক্ষা করার কথা বলেছেন। এমন বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করা হবে, যার মাধ্যমে তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করার পরিপক্বতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হতে পারে। যেমন, আল্লামা কাসানী বলেন,

والابتلاء الاختبار، وذلك بالتجارة...

'ইবতিলা' হচ্ছে পরীক্ষা নেয়া। আর এটা ব্যবসার মাধ্যমে করা হয় ... (al-Kāsānī 1986, 7:170)।

এছাড়া তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির পরীক্ষা করা উচিৎ। ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي يعني اختبروهم في عقولهم ودينهم...

হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা, এবং সুদ্দি বলেছেন, (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى: এর অর্থ হচ্ছে) তাদের জ্ঞান এবং দীনদারী পরীক্ষা করো।... (al-Jaṣṣāṣ 1405H, 2:356,358)।

এতিমকে পরীক্ষাকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি অভিভাবক নিজেই আবিস্কার করবেন। কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা। ব্যক্তি বিবেচনায় পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন আল্লামা নিযামুদ্দিন রহ. বলেন,

اختبار عقله واستبراء حاله حسبما يليق بكل طائفة . . وولد الزارع يختبر في أمر المزارعة والإنفاق على القوّام بها ، والمرأة في أمر القطن والغزل وحفظ الأقمشة وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة وما أشبهها

এতিমকে পরীক্ষা করার উদ্ধেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত বিষয় অনুযায়ী তার জ্ঞান এবং সার্বিক অবস্থা পরীক্ষা করা। কৃষকের সন্তানকে কৃষিকাজ এবং এর ব্যবস্থাপনা ব্যয় দ্বারা তার সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে।...এতিম যদি নারী হয়, তাহলে তার পরীক্ষা হবে বিচক্ষণতা, চরকায় সুতা কাটা, ঘরের আসবাবপত্র সংরক্ষণ এবং খাদ্যদ্রব্য ও খাবার জাতীয় বস্তুসামগ্রীকে ইঁদুর, বিড়াল প্রভৃতি থেকে রক্ষা করা সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করা হবে (al-Naysābūrī 1416H, 2:353)

আর পরীক্ষা একবার করাই যথেষ্ট নয়। বরং একাধিক বার করতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে- এরূপ নিশ্চয়তা না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষাকরণ অব্যাহত থাকবে।

দুই. বিবাহের বয়সে উপনীত হওয়া

এতিমকে পরীক্ষা করার কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বিবাহের বয়সের উপনীত হওয়া তথা বয়ঃপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্তি বা সাবালকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার আলামত সম্পর্কে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

ثُمَّ الْبُلُوغُ فِي الْغُلَامِ يُعْرَفُ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ وفي الْجَارِيَةِ يُعْرَفُ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ فَإِنْ لم يُوجَدْ شَيْءٌ من ذلك فَيُعْتَبَرُ بِالسِّنِّ

বালকদের স্বপ্নদোষ, গর্ভবতী করা ও বীর্যপাতের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তি চেনা যায়। আর বালিকাদের ক্ষেত্রে তা হায়েজ, স্বপ্নদোষ, গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যম বোঝা যায়। যদি এগুলোর কোনো লক্ষণ না পাওয়া যায়, তখন বয়স বিবেচনায় নিতে হবে... (al-Kasānī 1986, 7:171)।

এখন কত বছর বয়সে মানুষের সাবালকত্ব অর্জিত হয়- এ ব্যাপারে ইমামগণ কিছুটা মতভেদ করেছেন। ইবনে কুদামা রহ. বলেন

فان البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة وبهذا و قال الاوزاعى وَالشَّافِعِيّ أبو يُوسُفَ و مُحَمَّدٌ

পনের বছর বয়স হলে বালক-বালিকা বালেগ হয়, এমনটাই ইমাম আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদের অভিমত (Ibn Qudāmah 1997, 6:598)।

তবে ইমাম মালেক রহ. মনে করেন, বয়ঃপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমারেখা নেই। এটা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে, যেমনটা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে (Ibid)। ইমাম আবু হানিফার মতে ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর (al-Kasānī 1986, 7:172)।

তিন. রুশদ তথা জ্ঞান বুদ্ধির পরিপক্বতা প্রত্যক্ষ করা

আল্লাহ তাআলা এতিমের নিকট তার সম্পদ হস্তান্তরের সময় তার 'রুশদ' তথা জ্ঞান বুদ্ধির পরিপক্বতা প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন। এতিমের জ্ঞান বুদ্ধির পরিপক্বতা না আসলে তার কাছে সম্পদ হস্তান্তর করা যাবে না। আয়াতে ব্যবহৃত 'রুশদ' এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

والرشد هو الاستقامة و الاهتداء فى حفظ المال و اصلاحه

রুশদ হচ্ছে সম্পদ সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় অটল থাকা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (al-Kasānī 1986, 7:170)।

ইবনু হাযম রহ. বলেন,

الرشد طاعة الله تعالى و كسب المال من الوجوه التى لا تثلم الدين ولا تخالف العرض وانفقها فى الواجبات و فيما يتقرب بها الى الله تعالى للنجاة من النار

'রুশদ' হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, এমন পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করা- যা না দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, আর না সম্মানহানি ঘটাবে। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে এবং শরীয়তের ওয়াজিব বিষয়ে সম্পদ ব্যয় করা (Ibn Ḥazm 2016, 9: 444)।

তবে হানাফীদের মতে দীনদারিতা যাচাই করা আবশ্যক নয়। যেমন, ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

اعتبار الدين في دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لأنه لو كان رجلا فاسقا ضابطا لأموره عالما بالتصرف في وجوه التجارات لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه

তবে ফকীহদের ঐক্যমতে এ কথা সাব্যস্ত যে, সম্পদ হস্তান্তরের সময় দীনদারিতা বিবেচনা করা আবশ্যক নয়। ব্যক্তি ফাসিক হলেও যদি সে নিজের ভালো-মন্দ বোঝে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে জানাশোনা থাকে, তাহলে পাপাচারের কারণে তাকে তার সম্পদ হস্তান্তরে বাধা দেয়া বৈধ নয় (al- Jaṣṣāṣ 1405H, 2: 358)।

সার্বিকভাবে আমরা বলতে পারি, রুশদ এর হাকীকত হচ্ছে দীন-দুনিয়ার সকল কার্যক্রম সংশোধন করা, সম্পদ আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন পন্থা অবগত হওয়া এবং সম্পদ অপচয় থেকে সংরক্ষণের কৌশল অবগত হওয়া।

চার. সম্পদ হস্তান্তরের সময় সাক্ষী রাখা

এতিম সাবালক হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। আর তার নিকট সম্পদ হস্তান্তর করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখতে হবে। সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, অভিভাবক এতিমকে তার সম্পদ হস্তান্তর করেছে এবং এতিম নিজেও তার সম্পদ অভিভাবকের নিকট থেকে বুঝে নিয়েছে। এটা এ কারণে করা হবে, যেন পরবর্তীতে কোনো বিতর্ক কিংবা মতভেদ দেখা না দেয়। কেননা অস্বীকার বা ভুলে যাওয়ার বিষয়টি আদম সন্তানের মজ্জাগত স্বভাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فجحد فجحدت ذريته و نسي فنسيت ذريته فيومئذ أمرنا بالكتاب و الشهود

আদম অস্বীকার করেছিলেন, তাই তার বংশধরেরাও অস্বীকার করে। আদম ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তার বংশধরেরাও ভুলে যায়। তখন থেকেই আমরা লিপিবদ্ধ করতে ও সাক্ষী রাখতে আদিষ্ট হয়েছি (al-Tirmidhī 2015, 3368) ।

এছাড়া সম্পদ হস্তান্তরকালে সাক্ষী রাখার উপকারিতার মধ্যে রয়েছে:

- সাক্ষী থাকলে কারো পক্ষে অন্যায় দাবী করা সম্ভব হবে না।
- এতিম মিথ্যা দাবী উত্থাপন করলে অভিভাবক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে।
- এর মাধ্যমে অভিভাবকের আমানতদারিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

যে ব্যক্তি কোনো বস্তু কুড়িয়ে পেয়েছে সে যেন তার উপর একজন অথবা দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখে। আর সে যেন তা না গোপন করে আর না অদৃশ্য করে। যদি এর মালিককে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে তা ফেরত দিয়ে দেবে। অন্যথায় তা আল্লাহ তাআলার সম্পদ বলে গণ্য কবে। তখন তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করতে পারবেন (Abū Dāwūd 2015, 1709)।

সুতরাং সব দিক বিবেচনায় উত্তম হচ্ছে, এতিমকে তার সম্পদ হস্তান্তরের সময় সাক্ষী রাখা কিংবা বিচারকের নিকট রেজিস্ট্রি করে রাখা। এটাই শরীয়তের দিক নির্দেশনা।

- **অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ ভক্ষণ**

এতিমের অভিভাবক সম্পদশালী অথবা দরিদ্র হতে পারেন। এক্ষেত্রে সম্পদশালী অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾

যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত হয় (al-Qur'ān, 4:6)।

আর অভিভাবক অভাবী বা সম্পদহীন হন, তাহলে তার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে এতিমের সম্পদ হতে কিছু ভক্ষণ করা অন্যায় হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (al-Quran, 4:6)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো. আমি ফকির, আমার কোন সম্পদ নেই। কিন্তু আমার প্রতিপালনে একজন ইয়াতীম আছে,যার সম্পদ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

তুমি এতিমের সম্পদ থেকে খেতে পারো, কিন্তু অপচয় করবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না এবং নিজের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করবে না (Abū Dāwūd 2015, 2872) ।

আমিরুল মুমিনীন উমর রা. বলতেন,

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه بالمعروف ، فإذا أيسرت رددته ، فان استغنيت استعففت

আমি নিজেকে আল্লাহ তাআলার সম্পদের ব্যাপারে এতিমের তত্ত্বাবধায়কের মত করে নিয়েছি। যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে ন্যায়সঙ্গতগতভাবে কিছু গ্রহণ করি। আর যখন আমার প্রশস্ততা আসে, তা পরিশোধ করে দেই। আর যদি অমুখাপেক্ষী হই তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকি (al- Bayhaqī 2003, 11001)।

ইবনে আব্বাস রা. এক এতিমের অভিভাবককে এতিমের উট থেকে দুধ পান করা সম্পর্কে বলেন,

فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب

তুমি উটের বাচ্চার ক্ষতি না করে এবং দুধ নিঃশেষ না করে পান করতে পারো (Ibn al-'Arabī 1973, 1: 325)।

মোদ্দা কথা এই যে, অভিভাবককে ন্যায় সঙ্গতভাবে ভক্ষণ করতে দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আর ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ। এতে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থাকবে না। ফলে অভিভাবকের উপর না কোনো অভিযোগ আসবে আর না এতিমের জন্য জুলুম হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের আমল থেকে বিষয়টি প্রমাণিত।

পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রবন্ধ হতে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তা হলো:

- ইসলামী শরীয়তে এতিম প্রতিপালন ও তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য।
- এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা ইসলামী আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে প্রবন্ধে ইসলামী আইনজ্ঞদের মাঝে যে বিভিন্ন মতপার্থক্যের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তাতে মূলত ফকীহদের পক্ষ থেকে এতিমের উচ্চতর কল্যাণ নিশ্চিতের বিষয়টিই ফুটে ওঠেছে।
- অভিভাবকের জন্য এতিমের সম্পদ বদল করা কিংবা অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম বলে গণ্য করা হয়েছে।

- দরিদ্র অভিভাবকের জন্য প্রয়োজনে এতিমের সম্পদ ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে। এতিম সম্পদহীন হলে অভিভাবক নিজের সম্পদ ব্যয় করবেন এবং সম্পদশালী হলে কল্যাণকর ব্যবস্থাপনায় সম্পদ সংরক্ষণ করে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ব হলে তার নিকট সম্পদ হস্তান্তর করবেন।
- এতিমকে সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে এবং তাকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদায় সমাসীন করে জাহেলী যুগের সকল জুলুম–নির্যাতনের অবসানসহ ইসলাম তার আর্থ–সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

উপসংহার

সমাজের সবচেয়ে অসহায় শ্রেণী হিসেবে এতিমের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ ও সহানুভুতিশীল থাকা সকলের কর্তব্য। এতিমের অভিভাবক দাদা, চাচা, মাতা, কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয় অথবা বিশ্বস্ত প্রতিবেশি যেই হোন না কেনো, তাকে নিজ সন্তানসম স্নেহ–মমতা, আদর–সোহাগ দিয়ে প্রতিপালন করতে হবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে অভিভাবক এতিমের সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ, ভাড়া প্রদান, কর্জদান ইত্যাদি করতে পারবেন। তবে তাতে অবশ্যই এতিমের উপকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হতে হবে। সম্পদহীন হলে তার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করবে, যাকাত, সাদকা প্রদান করবেন। আর সম্পদশালী হলে তার সম্পদ যথাযথ ব্যবস্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সর্বোপরি অভিভাবকের জন্য তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা এতিমের প্রতি যত্নবান ও সহানুভূতিশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ashʿath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by: Rāid Ibn Abī ʿAlfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaymān Ibn Khalf Ibn Saʿad Ibn Ayyūb. 1332H. *al-Muntqā Sharḥ al-Muwāṭṭa*. Egypt: Maṭbaʿah al-Saʿādah

al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusayn Ibn ʿAlī. 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Edited by: Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allah Muḥammad Ibn Ismāʿīl. 2015. *al- Ṣaḥīḥ.* Edited by: Rāid Ibn Abī ʿAlfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Harawī, Abū Manṣūr Muḥammad Ibn Aḥmad al-Azharī. 2001. *Tahdhīb al-Lughah*. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿAlī al-Rāzī al-Ḥanafī. ND. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirūt: Dār al-Kitāb al-ʿArabī

al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿAlī al-Rāzī. 1405H. *Aḥkām al-Qur'ān.* Edited by: Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī. Beirūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

al-Jurjānī, ʿAlī Ibn Muḥammad Ibn ʿAlī al-Zain al-Sharīf. *al-Taʿrīfāt*. Bairut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Kāsānī, ʿAlā al-Dīn Abū Bakr Ibn Masʿūd Ibn Aḥmad. 1986. *Badā'iʿ al-Ṣanā'iʿ fī tartīb al-Sharā'iʿ*. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Nasafī, Abū al-Barakāt ʿAbd Allah Ibn Aḥmad. 2011. *Kanz al-ʿUmmāl*. Medina: Dār al-Sirāj

al-Naysābūrī, Niẓām al-Dīn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn Ḥusayn al-Qummī. 1416H. *Gharā'ib al-Qur'ān wa Raghā'ib al-Furqān*. Edited by: Zakariyyā ʿUmayrāt. Bairut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Ṣanʿānī, Abū Bakr ʿAbd al-Razzāq Ibn Hammām. 1972. *al-Muṣannaf*. Edited by: Ḥabīb al-Raḥmān al-ʿAẓmī. South Afriqa: al-Majlis al-ʿIlmī

al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn. 1986. *Muʿīd al-Niʿam wa Mubīd al-Niqam*. Beirūt: Muwassah al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. 1990. *al-Durr al-Manthūr*. Beirūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Tirmidhī, Abū ʿIīsā Muḥammad Ibn ʿIīsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī ʿAlfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Zuḥaylī, Wahabah. ND. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.* Damascus: Dār al-Fikr.

Ibn al-ʿArabī, Abū Bakr Muḥammad Ibn ʿAbd Allah. 1973. *Aḥkām al-Qur'ān*. Edited by: ʿAlī Muḥammad al-Bajāwī. Egypt: Dār al-Fikr al-ʿArabī

Ibn Anas, Abū ʿAbd Allah Mālik. ND. *al-Muwāṭṭa.* Beirūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī Ibn Aḥmad Ibn Saʿīd. 2003. *al-Muḥallā*. Riyāḍ: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah

- 2016. *al-Muḥallā*. Beirūt: Dār Ibn Ḥazm

Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukarram Ibn ʿAlī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Ifrīqī. ND. *Lisān al-ʿArab.* Beirūt: Dār Ṣādir

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbd Allah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1997. *al-Mughnī*. Edited by: ʿAbd Allah Ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī &ʿAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥalwu. Riyad: Dār ʿĀlam al-Kutub